জুমুআর আলোচনা: আলোচ্য বিষয়

"পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা"

অলিউল্লাহ বিন খলিল আরিফী

খতিব, বোচারবাগ বাইতুল আমান জামে মসজিদ নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

হোয়াটসঅ্যাপ: 01754992905

তারিখ: ১০/০৭/২০২৬ ইং (২৪ মুহাররম ১৪৪৮ হিজরী)

প্রারম্ভিকা

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদতের জন্য। কিন্তু ইবাদতের পূর্বশর্ত কী? ইসলামের উত্তর অত্যন্ত স্পষ্ট: পবিত্রতা। ("الطهارة"

একজন মানুষ যত বড় আলেমই হোক, যত বেশি নফল ইবাদতই করুক, যদি সে পবিত্র না থাকে, তাহলে তার সালাত গ্রহণযোগ্য হবে না। অযু ছাড়া সালাত নেই, জানাবাত থেকে গোসল ছাড়া মুক্তি নেই, নাপাক শরীর বা কাপড় নিয়ে ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়। তাই ইসলামে পবিত্রতা শুধু একটি স্বাস্থ্যবিধি নয়; এটি ঈমান, ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্যের অন্যতম ভিত্তি। বর্তমান সমাজে আমরা বাহ্যিক চাকচিক্যে যত মনোযোগী, পবিত্রতার বিধান পালনে ততটাই অসচেতন। অনেকেই অযুকে কেবল নামাজের আগে একটি আনুষ্ঠানিক কাজ মনে করেন; অথচ অযু একজন মুমিনের পরিচয়, গুনাহ মোচনের মাধ্যম এবং কিয়ামতের দিন নূরের কারণ।

কাজেই আজকের আলোচনায় আমরা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে "পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা" সম্পর্কে আলোচনা করবো।

ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ

পবিত্রতার পরিচয়

আরবি " "الطهارةশব্দের অর্থ হলো—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হওয়া।

শরীয়তের পরিভাষায়,

الطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجاسة.

অর্থাৎ হাদাস (অযুর প্রয়োজনীয় অবস্থা) দূর করা এবং নাপাক বস্তু অপসারণের মাধ্যমে ইবাদতের উপযোগী হওয়াকে পবিত্রতা বলা হয়।

কুরআনের ভাষায় পবিত্রতার গুরুত্ব

পবিত্র কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ.

অর্থ: "আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন।" (সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত ৪)

আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ.

অর্থ: "সেখানে এমন কিছু মানুষ আছে যারা পবিত্র থাকতে ভালোবাসে, আর আল্লাহ তাআলাও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।" (সূরা আত-তাওবা, আয়াত ১০৮)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক তাওবাকারীদের এবং অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২২২)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনে বহু গুণের কথা বলেছেন, ধৈর্যশীল, দানশীল, মুত্তাকি, কিন্তু এই আয়াতে বিশেষভাবে বলেছেন, তিনি পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন। এটি শুধু শারীরিক পরিচ্ছন্নতার প্রশংসা নয়; বরং বাহ্যিক ও আত্মিক উভয় পবিত্রতার প্রতি উৎসাহ প্রদান। যে ব্যক্তি বারবার অযু করে, কাপড় পরিষ্কার রাখে, মসজিদ পরিষ্কার রাখে, হারাম থেকে বেঁচে থাকে এবং অন্তরকে গুনাহমুক্ত করার চেষ্টা করে, সে আল্লাহর ভালোবাসার যোগ্য হয়।

হাদীসের ভাষায় পবিত্রতার গুরুত্ব

হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ "

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ পবিত্রতা নামাযের চাবি; তাকবীর তার (নামাযের বাইরের সকল হালাল কাজ) হারামকারী এবং সালাম তার (নামাযের বাইরের সকল হালাল কাজ) হালালকারী। (জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩ ও সুনানে আবি দাউদ, হাদীস নং ৬১)

আরেক হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ.....»

হযরত আবূ মালিক আল আশ'আরী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: পবিত্রতা হল ঈমানের অর্ধেক। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪২২)

ইসলামের পবিত্রতা শুধু হাত-পা, মুখ বা শরীর ধোয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এগুলোর সাথে আত্মিক পবিত্রতাও প্রয়োজন।

পবিত্রতার প্রকারভেদ

শারীরিক পবিত্রতা মূলতঃ দুই প্রকার—

১. বাহ্যিক পবিত্রতা

শরীর পরিষ্কার রাখা।

কাপড় পবিত্র রাখা।

সালাতের স্থান পরিষ্কার রাখা।

নখ, চুল, দাঁত ও মুখের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।

২. আত্মিক অর্থাৎ অন্তরের পবিত্রতা

এটি আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অন্তরকে পবিত্র করতে হবে:

শিরক, কুফর ও বিদআত থেকে।

রিয়া (লোক দেখানো) থেকে।

অহংকার- হিংসা থেকে।

গিবত-চোগলখোরী থেকে।

হারাম উপার্জন, অন্যের প্রতি বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা থেকে।

একজন মানুষের পোশাক পরিষ্কার হতে পারে, কিন্তু যদি তার অন্তর হিংসা ও অহংকারে ভরা থাকে, তবে সে প্রকৃত অর্থে "মুতাতাহিহর" (পবিত্র ব্যক্তি) নয়।

অযুর বিধান ও প্রয়োজনীয়তা

সালাত ঈমানের অন্যতম বড় নিদর্শন। আর সালাতের প্রথম শর্ত হলো অযু। অযু ছাড়া সালাত আদায় হয় না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ»

"সালাতের চাবি হলো পবিত্রতা।" (জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩ ও সুনানে আবি দাউদ, হাদীস নং ৬১)

অন্যত্র হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ أَلاَ تَدْعُو اللَّهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ . قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ "

মুস'আব ইবনু সা'দ (রহঃ)তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) অসুস্থ ইবনু 'আমিরকে দেখতে গিয়েছিলেন। তখন ইবনু 'আমির তাঁকে বললেন, হে ইবনু 'উমার! আপনি কি আমার জন্যে আল্লাহর কাছে দু'আ করেন না? ইবনু 'উমার বললেন, আমি রসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, তাহারাত ব্যতিরেকে সালাত কবুল হয় না। খিয়ানাতের সম্পদ থেকে সদাকাহ্ও কবূল হয় না। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪২৩)

ইমাম নববী (রহ.) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, পবিত্রতার গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। এর মধ্যে অযু, গোসল, নাপাকি থেকে পবিত্রতা এবং বান্দার আত্মিক সংশোধনের প্রতিও উৎসাহ নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ একজন মুমিনের জন্য বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকেই পবিত্র হওয়া জরুরি।

অযুর ফরজ সমূহ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াবে, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করো, কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করো, মাথা মাসাহ করো এবং টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত করো।" (সূরা আল-মায়িদাহ , আয়াত ৬)

উক্ত আয়াতের আলোকে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী অযুর ফরজ চারটি:

১. সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল একবার ধৌত করা।

২. উভয় হাত কনুইসহ একবার ধৌত করা।

৩. মাথার অন্তত এক-চতুর্থাংশ মাসাহ করা।

৪. উভয় পা টাখনুসহ একবার ধৌত করা।

এই চারটির কোনো একটি ইচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলবশত ছুটে গেলে অযু সহীহ হবে না এবং সেই অযু দ্বারা সালাতও সহীহ হবে না।

অযুর সুন্নাহ সম্মত পদ্ধতি

হাদিসে এসেছে,

أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضى الله عنه - دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلاَةِ .

'উসমান ইবনু 'আফফান (রাঃ)তিনি ওযূর পানি চাইলেন। এরপর তিনি ওযূ করতে আরম্ভ করলেন। (বর্ণনাকারী বলেন), তিনি [উসমান (রাঃ)] তিনবার তাঁর হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুলেন, এরপর কুলি করলেন এবং নাক ঝাড়লেন। এরপর তিনবার তাঁর মুখমন্ডল ধুলেন এবং ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। অতঃপর বাম হাত অনুরূপভাবে ধুলেন। অতঃপর তিনি মাথা মাসাহ করলেন। এরপর তাঁর ডান পা টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধুলেন – অতঃপর তদ্রুপভাবে বাম পা ধুলেন তারপর বললেন, আমি রসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমার এ ওযূর করার ন্যায় ওযূ করতে দেখেছি এবং ওযূ শেষে রসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এ ওযূর ন্যায় ওযূ করবে এবং একান্ত মনোযোগের সাথে দু'রাকা'আত সলাত আদায় করবে, সে ব্যক্তির পিছনের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

ইবনু শিহাব বলেন, আমাদের 'আলিমগণ বলতেন যে, সলাতের জন্য করা এ নিয়মের ওযূই হল পরিপূর্ণ ওযূ। (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৪২৬)

- **অযুর পরে পঠিত দোয়া ও ফযীলত**

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি অযুর পর এই দোয়া পড়বে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৪)

অযুর দুনিয়াবী উপকারিতা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ.

অর্থ: "সেখানে এমন কিছু মানুষ আছে যারা পবিত্র থাকতে ভালোবাসে, আর আল্লাহও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।" (সূরা আত-তাওবা, আয়াত ১০৮)

এই আয়াতে কুবা মসজিদের আশেপাশের মুসল্লিদের প্রশংসা করা হয়েছে। তারা ইস্তিঞ্জায় পানির ব্যবহার করতেন এবং পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। তাদের এই আমল আল্লাহর কাছে এত প্রিয় হয়েছিল যে, কুরআনে তাদের প্রশংসা নাযিল হয়েছে।

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক তাওবাকারীদের এবং অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২২২)

আজ আমরা অনেক সময় দামী পোশাক পরি, সুগন্ধি ব্যবহার করি, কিন্তু টয়লেটের আদব, অযুর সুন্নাহ, কাপড়ের পবিত্রতা—এসব বিষয়ে উদাসীন থাকি। অথচ আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন, তাদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—তারা পবিত্রতাকে ভালোবাসে।

অযুর পরকালীন উপকারিতা

১. কিয়ামতের দিন অযুতে ব্যবহৃত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উজ্জ্বল হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ»

"আমার উম্মতকে কিয়ামতের দিন অযুর চিহ্নের কারণে উজ্জ্বল মুখমণ্ডল ও উজ্জ্বল হাত-পাসহ ডাকা হবে।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৬ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৬)

সেদিন প্রত্যেকে নিজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী—কেউ কারও উপকার করতে পারবে না। বরং সবাই"ইয়া নাফসী! ইয়া নাফসী!"বলতে থাকবে। সেদিন মায়ার নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে কিভাবে চিনবেন জানেন! অযুর নূর দেখে। কাজেই অযু শুধু দুনিয়ার পরিচ্ছন্নতার মাধ্যম নয়; বরং কিয়ামতের দিন এটি মুমিনের নূর ও পরিচয় ও সম্মানের কারণ হবে।"

২. অযুর মাধ্যমে গুনাহ ঝরে যায়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ – أَوِ الْمُؤْمِنُ – فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ»

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺবলেছেন—

"যখন কোনো মুসলিম (অথবা মুমিন) বান্দা অযু করে এবং তার মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন তার চোখ দিয়ে করা সব গুনাহ পানির সঙ্গে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সঙ্গে বেরিয়ে যায়। যখন সে তার দুই হাত ধৌত করে, তখন তার হাত দিয়ে সংঘটিত সব গুনাহ পানির সঙ্গে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সঙ্গে বেরিয়ে যায়। আর যখন সে তার দুই পা ধৌত করে, তখন তার পা দিয়ে হেঁটে করা সব গুনাহ পানির সঙ্গে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

এভাবে সে (অযু শেষে) গুনাহ থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে যায়।"(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৪)

عَنْ حُمْرَانَ، أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ وَاللَّهِ لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا وَاللَّهِ لَوْلاَ آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلاَةَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِي تَلِيهَا " . قَالَ عُرْوَةُ الآيَةُ { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى} إِلَى قَوْلِهِ { اللاَّعِنُونَ}

হুমরান (রহঃ)তিনি বলেন, 'উসমান (রাঃ) ওযূ শেষে বললেন যে, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস শুনাব। আল্লাহর কসম, যদি আল্লাহর কিতাবের মধ্যে একটি আয়াত না থাকত তাহলে আমি তোমাদেরকে কখনই হাদীসটি শুনাতাম না। আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে বলতে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তি যখন ওযূ করে এবং উত্তমরূপে ওযূ করে (অর্থাৎ ভালভাবে ওযূর স্থানগুলি ভিজায়) তারপর সলাত আদায় করে তখন তার এ সলাত ও পিছনের সলাতের মধ্যবর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। 'উরওয়াহ বলেন, আয়াতটি হলঃ "আমি যেসকল স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্যে কিতাবে তা সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়ার পরেও যারা তা গোপন রাখে , আল্লাহ তাদেরকে লা'নাত দেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়" –(সূরাহ আল-বাকারাহ ২:১৫৯) (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৪৩০)

সর্বদা অযু অবস্থায় থাকার উপকারিতা

পবিত্রতা অবস্থায় থাকার অনেক গুরুত্ব হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن ثوبان رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ»

হযরত সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺবলেছেন, "তোমরা দ্বীনের উপর অবিচল থাকো, যদিও তোমরা সবকিছু পূর্ণভাবে করতে পারবে না। জেনে রাখো, তোমাদের সর্বোত্তম আমল হলো সালাত। আর অযুর হিফাজত (সর্বদা অযু অবস্থায় থাকার অভ্যাস) কেবল একজন মুমিনই করে থাকে।"(সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস: ২৭৭; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস: ২২৩৭৮)

হযরত বিলাল হাবশী (রা.)-এর ঘটনা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: يَا بِلَالُ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي مِنْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ.

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺফজরের নামাজের সময় বিলাল (রা.)-কে বললেন,"হে বিলাল! ইসলাম গ্রহণের পর এমন কোন আমলটি তুমি করেছ, যার ব্যাপারে তোমার সবচেয়ে বেশি আশা? কারণ আমি জান্নাতে আমার সামনে তোমার জুতার শব্দ শুনেছি।"তিনি বললেন,"আমি এমন কোনো আমল করিনি, যার ওপর আমার এত আশা আছে, তবে যখনই দিনে বা রাতে আমার অযু হয়েছে (বা নতুন করে অযু করেছি), তখনই সেই অযু দিয়ে আল্লাহ যতটুকু তাওফীক দিয়েছেন, ততটুকু নফল সালাত আদায় করেছি।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৪৯ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৫৮)

অযুতে পানির অপচয়

আজকাল অনেকেই অযু করতে এক বালতি বা আরো অধিক বেশি পানি ব্যবহার করেন। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অযু করতেন অল্প পানি দিয়ে এবং অপচয় করতে নিষেধ করেছেন। হাদীসে এসেছে,

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: مَا هَذَا السَّرَفُ؟ فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺসাহাবী সা'দ (রা.)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি তখন অযু করছিলেন। রাসূল ﷺবললেন, "এ কেমন অপচয়?" সা'দ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, "অযুতেও কি অপচয় হতে পারে?"

রাসূল ﷺবললেন, "হ্যাঁ, যদিও তুমি প্রবাহমান নদীর তীরে থেকেও অযু করো।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪২৫ ও মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৭০৬৫)

বাস্তব কথা হচ্ছে: অনেক সময় আমরা সুন্নাহর চেয়ে বেশি পানি ব্যবহার করি, অথচ সুন্নাহ হলো পরিমিতি।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অযুর পানির পরিমাণ

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ.

হযরত আনাস (রা.) বলেন, নবী ﷺএক 'মুদ' পরিমাণ পানি দিয়ে অযু করতেন এবং এক 'সা' থেকে পাঁচ 'মুদ' পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করতেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০১ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩২৫)

এক "মুদ" এর বর্তমান পরিমাণ!

ফুকাহাদের হিসাব অনুযায়ী এক মুদ প্রায় ৫০০–৭৫০ মিলিলিটার (অর্ধ লিটার থেকে তিন-চতুর্থাংশ লিটার) পানির সমান। রাসূলুল্লাহ ﷺপ্রায় এই পরিমাণ পানি দিয়েই অযু সম্পন্ন করতেন। অথচ আজ আমরা অনেক সময় কয়েক লিটার পানি ব্যয় করি, যা সুন্নাহর বিপরীত এবং অপচয়ের শামিল।

তবে মনে রাখতে হবে, উদ্দেশ্য হলো সুন্নাহ অনুসরণ করা, নির্দিষ্ট মিলিলিটার মাপা নয়। কারো দাড়ি ঘন হলে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বড় হলে বা পানির প্রবাহ কম হলে কিছুটা বেশি পানি লাগতে পারে। কিন্তু অযথা কল চালু রেখে পানি নষ্ট করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

বর্তমান সময়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা হচ্ছে, কল বন্ধ-খোলা নিয়ন্ত্রণ করে ধীরে ধীরে অযু করলে প্রায় ১ লিটার পানিতেই খুব সুন্দরভাবে সুন্নাহ মোতাবেক অযু করা সম্ভব। দক্ষতার সাথে করলে ৬০০–৮০০ মিলিলিটার পানিও যথেষ্ট হতে পারে। কিন্তু কল পুরোপুরি খুলে রাখলে ২–৫ লিটার বা তারও বেশি পানি নষ্ট হয়ে যায়। তা অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম পরিচ্ছন্নতার ধর্ম, কিন্তু অপচয়ের ধর্ম নয়। অযু ও গোসলের মতো ইবাদতেও অপচয় নিষিদ্ধ।

সম্মানিত মুসল্লী বৃন্দ

এ পর্যন্ত আমরা কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনের আলোকে পবিত্রতার গুরুত্ব আলোচনা করেছি। এখন আমরা সংক্ষেপে দেখব—ইসলামের এই মহান বিধান আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও সমাজজীবনের সঙ্গে কীভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তবে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে: একজন মুসলিম অযু করেন আল্লাহর আদেশ পালন এবং ইবাদতের প্রস্তুতির জন্য। বৈজ্ঞানিক উপকারিতা অতিরিক্ত কল্যাণ; এগুলো কখনোই অযুর মূল উদ্দেশ্য নয়।

অযুর বৈজ্ঞানিক ও স্বাস্থ্যগত উপকারিতা

(ক) হাত ধোয়া

অযুতে বারবার হাত ধোয়া হয়। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে হাত পরিষ্কার রাখাকে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের অন্যতম কার্যকর উপায় বলা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) World Health Organization এবং Centers for Disease Control and Prevention(CDCP) বারবার হাত ধোয়ার মাধ্যমে অনেক সংক্রামক রোগের ঝুঁকি কমানো যায় বলে নির্দেশনা দিয়েছে।

রাসূল ﷺচৌদ্দশ বছর আগে আমাদের দিনে বহুবার হাত ধোয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। আজ আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানও এর উপকারিতা তুলে ধরছে।"

(খ) কুলি করা

অযুতে মুখ কুলি করার মাধ্যমে:

- মুখের খাদ্যকণা দূর হয়।
- মুখের দুর্গন্ধ কমে।
- মুখের পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকে।

নিয়মিত মুখ পরিষ্কার রাখা দাঁতের স্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ—এ বিষয়ে বিশ্ব দন্তচিকিৎসা সংস্থাগুলোও একমত।

(গ) নাকে পানি দেওয়া (ইস্তিনশাক)

রাসূল ﷺনাকে পানি দেওয়ার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন।

নাসারন্ধ্র পরিষ্কার রাখার জন্য স্যালাইন নাসাল রিন্স (saline nasal irrigation) নিয়ে আধুনিক চিকিৎসায়ও গবেষণা রয়েছে, যা নাক পরিষ্কার রাখা ও কিছু ক্ষেত্রে শ্বাসতন্ত্রের আরাম পেতে সহায়ক হতে পারে।

(ঘ) মুখমণ্ডল ধোয়া

- মুখের ধুলো, ঘাম ও অতিরিক্ত তেল পরিষ্কার হয়।

- এতে ত্বকের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- সেই সাথে মুখের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

(ঙ) পা ধোয়া

দিনে বহুবার পা ধোয়ার ফলে—

- ময়লা দূর হয়।
- দুর্গন্ধ কমে।
- পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকে।
- কিছু ছত্রাকজনিত সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক হতে পারে।

আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পরিচ্ছন্নতার যেসব উপকারিতার কথা তুলে ধরে, ইসলামে তার অনেক মৌলিক দিক বহু আগেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এমনকি নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেড় হাজার বছর আগেই প্রাকটিক্যালি শিখিয়ে গিয়েছেন। আর তা গবেষণা করে বের করতে করতে তাদের যুগের পর যুগ চলে যাচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে বাহ্যিক ও আত্মিক উভয় প্রকার পবিত্রতা অর্জন করার এবং অপচয় পরিহার করে সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন। আমিন ইয়া রব্বাল আলামিন।